ঢাকা : মঙ্গলবার ১১ ভাদ্র ১৪২১
Dhaka : Tuesday 26 August 2014
সংবাদ পৃঃ ১২

কম খরচ বেশি লাভ

বদরগঞ্জে ব্রি-৪৮ আবাদে ব্যাপক সাড়া

রংপুরের বদরগঞ্জের ব্রি-৪৮'র একটি ক্ষেত —সংবাদ

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে কৃষকের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে ব্রিধান-৪৮। কৃষি অফিস বলছে এ ধানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকায় এটি আউশের উন্নত জাত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এছাড়া কৃষক বলছেন- এ ধান চাষে তেমন সেচ খরচ নেই। ফলে এ ধান চাষ করলে খরচ কম হয় আর লাভ বেশি হয়।

উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, এবারে উপজেলার ১০ ইউনিয়নে মোট সাড়ে ৭শ' হেক্টর জমিতে ব্রিধান-৪৮'র চাষ হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় ৩শ' কৃষককে দেয়া হয়েছিল ব্রিধান-৪৮'র বীজ। এছাড়াও চাষিরা নিজ উদ্যোগেও ওই বীজ সংগ্রহ করেছিলেন। সাধারণত মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ব্রিধান-৪৮ চাষ করা যায়। যেসব জমিতে চাষিরা আলু, সরিষা কিংবা তামাক চাষ করে থাকেন সেসব জমিতেই কেবলমাত্র ব্রিধান-৪৮ চাষ করা হয়। ১৫ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে জমিতে চারা রোপণ করতে পারলে চারা রোপণের দিন থেকে শুরু করে ১১৫ দিনের মধ্যে ঘরে ধান উঠে। কৃষি অফিসের দেয়া তথ্য মতে- এবারে প্রতি হেক্টর জমিতে ৪ মেট্রিক টন থেকে সাড়ে ৪ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে।

কথা হয় পৌরশহরের জামুবাড়ি এলাকার যুগীপাড়ার কৃষক নরেশ চন্দ্র রায়, সাহাপুরের শাহ আলম এবং ফেসকি পাড়ার কাফি মন্ডলের সাথে। তারা জানান, মাত্র দু'টি সেচ দিলেই ব্রিধান-৪৮ চাষ করা যায়। পরে বৃষ্টিপাত হয় বলে সেচের প্রয়োজন হয়না। ফলে এ ধান চাষে খরচ কম হলেও লাভ বেশি হয়।

সহকারি উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা কনক চন্দ্র রায় বলেন, বৃষ্টিতে অন্যান্য জাতের ধানে পোকামাকড়সহ রোগ-বালাইয়ের ব্যাপক আক্রমণ দেখা দেয়। একারণে চাষিরা সাধারণতঃ আউশ ধান চাষে খুব বেশি আগ্রহ দেখাননা। তবে ব্রিধান-৪৮ এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকায় পোকামাকড় কিংবা রোগবালাইয়ের আক্রমণ তেমন ঘটেনা। এছাড়া ফলণ বোরোধানের মত হয়। একারণে ব্রিধান-৪৮ আউশের একটি উন্নত জাত হিসেবে এরই মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে তিনি মন্তব্য করেন।